দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 17 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষক সংকটে বান্দরবানে ৮ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এন.এ.জাকির, বান্দরবান ●

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের আটটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এতে বেহাল হয়ে পড়েছে পুরো জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম। জেলা সদরসহ রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে ১০ হাজার শিক্ষার্থীর নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বেসরকারি বিদ্যালয় না থাকায় সরকারি বিদ্যালয়ই ভরসা। কিন্তু জেলার সাতটি উপজেলার আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠু পাঠদানে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মরত শিক্ষকরা। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে ওইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্গমতাসহ নানা কারণে এমনিতেই পিছিয়ে আছে পার্বত্য জেলার শিক্ষাব্যবস্থা। তার মধ্যে শিক্ষক সংকট যোগ করল বাড়তি মাত্রা। আবার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় দিন দিন পাবলিক পরীক্ষায় কমছে পাসের হার। জেলার আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৮৬ জন শিক্ষকের বিপরীতে রয়েছে ৯৬ জন শিক্ষক। এর মধ্যে শুধু জেলা সদরের দুটি স্কুলেই শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ৪৭টি। বাকি ছয়টি উপজেলার ছয়টি বিদ্যালয়ে ৪৩টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২ জন শিক্ষকের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে ২৫টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে ২২টি। এ ছাড়া রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে ছয়টি, রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে চারটি, থানচি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে দুটি, লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে ২০টি, আলীকদম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে পাঁচটি ও নাইক্ষ্যংছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ জনের মধ্যে শূন্য পদ রয়েছে ছয়টি।

অভিভাবকরা বলেন, বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান, বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধন করেও কোনো ফল হয়নি। শিক্ষক সংকটের কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখার মান দিন দিন কমে যাচ্ছে। সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা হলে অদূর ভবিষ্যতে পড়ালেখার মান আরও খারাপের দিকে যাবে।

রোয়াংছড়ি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও অভিভাবক আনন্দ সেন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, শিক্ষক না থাকার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান হয় না। ছেলেমেয়েরা দূরদূরান্ত থেকে আসে, কিন্তু ক্লাস না হওয়ায় তারা আবার ফিরে যায়। এতে করে তাদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। রোয়াংছড়ি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাসিং মার্মা বলেন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় আমাদের সবগুলো ক্লাস হয় না।

প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর